সংবাদ

011

তারিখ ... 27.6.85 ...

পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা: বুধবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৯২

ছ'মাসেও পাঠ্যবই মেলেনা কেন?

স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তিনেবির পুরানো ঐতিহ্য এখনো বজায় রেখে চলেছেন। বছরের ছ'মাস চলে যাওয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন নবম শ্রেণীর ঐচ্ছিক গণিতের বই জুলাই-এর প্রথম দিকে বাজারে ছাড়া হবে। তবে সকলের ঐ সময়ে বই পাওয়ার আশা নেই। নবম শ্রেণীর সব ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বই পৌঁছাতে হলে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার বই দরকার। সেস্থলে প্রথম দফায় বাজারে ছাড়া হবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার। এর অর্থ পঁচাশি হাজার ছাত্র-ছাত্রী জুলাইতেও বই পাচ্ছে না। কবে পাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এর কারণ বাকী বই কবে বাজারে যাবে বোর্ডের তরফ হতে তা প্রকাশ করা হয়নি।

এমন ঢিলে কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি কতখানি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সেটা বুঝবার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ জানাতে হয়। নবম শ্রেণীতে যারা ওঠে তাদের প্রস্তুতি নিতে হয় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার। হাতে তাদের থাকে মাত্র দুটো বছর। এই দু'বছরের মধ্যে সাত/আটটি বিষয়ের বিরাট কোর্স ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ করতে হয়। চব্বিশটা মাসের প্রতিটি মাসই মূল্যবান। এ সময়ের এতটুকু নষ্ট হলে টেষ্ট ও সার্টিফিকেটের চূড়ান্ত পরীক্ষা খারাপ হওয়ার ভয় থাকে। তাতে বছর বরবাদ ও অভিভাবকদের অর্থনাশ। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কার্যপদ্ধতিকে শিক্ষার্থীদের এমনি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও। দু'বছরের মধ্যে ছটা মাস ইতিমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বই ছাড়া তাদের কেটে গেছে। আরো এক/দুটো মাস অনেককে একইভাবে যে কাটাতে হবে তা এক রকম ধরেই নেয়া যায়; পঞ্চাশ হাজার বই বাজারে ছাড়ার সাথে সাথে ছাত্রীদের হাতে পৌঁছাবে না। সেটা পৌঁছাতে দু/চার সপ্তাহ তো লাগতেই পারে। বাকী পঁচাশি হাজার শিক্ষার্থীকে তো অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষায় থাকতে হবে। গণিত শাস্ত্রের মতো কঠিন বিষয় আয়ত্ত করতে হলে অবিরাম অনুশীলনের যে প্রয়োজন বোর্ড কর্তৃপক্ষকে কি তা বুঝিয়ে বলতে হবে? বই ছাড়া যথাযথ চর্চা-অনুশীলন কি সম্ভব?

গণিত বই বাজারে বের করতে অযথা দেরী করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন না কোন কারণ দেখাতে হয়তো পারেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার তো এই নতুন নয়। কোন বছরই স্কুলের বই সময় মতো বাজারে ছাড়তে তাঁরা পারেননি। প্রায় প্রতিটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের এক/দু'মাস বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে বছরের অর্ধেককালই শেষ হয়ে যায় পুরো বই পেতে। এর ফলে তাদের শিক্ষায় যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা নিয়ে বার বার পত্রিকায় লেখা হয়েছে। তবু বোর্ড কর্তৃপক্ষের আঠারো মাসে বছর গুণে চলার অভ্যাস দূর হয়নি। বছরের শুরুতে পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া যে দরকার এবং তা না নিলে যে অন্যায় করা হয় এ বোধও ঐ কর্তৃপক্ষের মনে জাগেনি। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাব এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। এর সাথে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির যোগ থাকাও বিচিত্র নয়। সব মিলে যে ফল সৃষ্টি হচ্ছে তার শেষ কি হতে দেখা যাবেনা? সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই চান না এ অবস্থা চিরকাল চলতে থাকুক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবান সময় এভাবে নষ্ট হোক।